লড়াই

দেওয়ান আব্দুল বাসেত

লড়াই লড়াই শব্দ শুনে
উঠতো জ্বলে পিত্ত,
কিন্তু হালে জীবন নিয়ে
চলছে লড়াই নিত্য !

চাইনা লড়াই চাপলো ঘাড়ে
একাত্তরের দিনে ,
লড়াই করে দেশটি পেলাম
রক্ত দিয়ে কিনে !

(২)

তখন হতে জীবন মোদের
লকর-ঝকর মুড়ির টিন,
নেতা-ফেতা কূটনীতিবিদ
চিনতে থাকি দিন দিনে !

(৩)

তিনটি দশক ধরে –
পেলাম আহা কত্তো কিছু
আমরা 'সবর' করে ।

কত্তো পুরুষ কৃতি পেলাম
অপসংস্কৃতি পেলাম
আমদানি সব 'ফ্যাশন' পেলাম
সঙ্গে নতুন 'ন্যাশন' পেলাম

'তন্ত্রগুরুর গন্ধ পেলাম
হে হে যতো অন্ধ পেলাম
কথ্য পেলাম
লেখ্য পেলাম
ধর্ম নিরপেক্ষ পেলাম !

(৪)

লক্ষ নেতার ভাষণ পেলাম
শকুন রাজের শাসন পেলাম
মধ্যযুগের মোল্লা পেলাম
গোল্লাছুটের খোল্লা পেলাম !

বিদেশ হতে 'ডলার' পেলাম
সঙ্গে সাথী 'ট্রলার' পেলাম
শর্ত পেলাম
গর্ত পেলাম
পেলাম শাড়ি-চুড়ি ;
কোন্ বেকুবে বলছে এদেশ
'তলাবিহীন' ঝুড়ি ?!

আরো পেলাম কয়টি মানুষ
যারা একাই একশো'-
দিয়েই গেলাম সেলাম সেলাম
সঙ্গে দিলাম টেক্সো !!

(৫)

সবুজ সেনার কান্ড দেখি
খালি খালি ভান্ড দেখি
সুস্বাদু হয় ডালের বড়া
রাস্তা-ঘাটে হাজার মরা !

রাক্ষুসী ওই অভাব
বদলে দিলো স্বভাব !

আমরা সবে হয়ে গেলাম
চাচা আপন বাঁচা ,
আস্তাকুঁড়ে থাকলো পড়ে
মানবতার খাঁচা !!

(৬)

বাড়ছে লোভের লড়াই
সেরা সেরা ব্যক্তিগুলো
আমরা শূলে চড়াই !!

নীল হরিণের মাংস খেতে
স্বাদ জেগেছে মশাই,
ধরতে তাদের কষ্ট অতি
ক্ষিপ্র ওদের পষ্ট গতি!

তাইতো খাঁচার হরিণ বুকে
চাক্কু-ছুরি বসাই,
আমরা জবর কসাই !!

(৭)

পালাবদল চলতে থাকে
গদিখানা টলতে থাকে
ইতিহাসের কানটি ধরে
কেউবা আবার মল্‌তে থাকে !

কেউবা বানায় নিজকে সেরা
রাতারাতি 'হিরো' !
বাঘের পিঠে টাগটি দেখে
আমরা হলাম ভীরু !!

(৮)

আমরা যখন ভীরু
ধর্ম নিয়ে এগোয় তারা
কর্মে যারা 'জিরো' !

ধর্ম নিয়ে হাটতে জানে
কর্ম দল বাট্তে জানে
পক্ষে তাদের থাকলে ভালো,
নইলে চোখে আঁধার কালো !

ওরা সবাই 'ক্যাডার' সেনা
পায়ের রগও কাটতে জানে
পেতে আবার একটু ছায়া
দাদার পায়েও চাট্তে জানে ।!

(৯)

তেরো কোটির বাংলাদেশে
মুক্তি সেনা কারা?
বলতে পারো কারা ?
- ধার-দেনা আর ভিক্ষা করে
আজকে বাঁচে যাঁরা !!

তাই যদি হয় এঁদের দশা
তাগ্ড়া ওরা কারা ?
কারা তারা কারা ?
-স্বাধীনতা চায়নি যারা
আজকে সবল তারা ।

(১০)

কাজটা যাদের রক্ষা করা
তারাই ঘাতক কাঁটা ,
তাদের হাতে 'বনি আদম'
হচ্ছে বলির পাঁঠা !!

দেশের মালিক পাবলিকেরা
নিন্দে নিধন নীতি ,
চাকর-বাকর গাইছে তবু
আপন লাভের গীতি ।

(১১)

পথ্-কলিদের মামা এসে
থাকলো বসে কাঁধে,
'প্রেসার কুকার' দিয়ে মোদের
নয়টি বছর রাঁধে !!

পাবলিক হলো পর,
উঠলো ভীষন ঝড়!
এক্কেবারে পৌছে গেলো
মামায় 'ছিরিঘর' !

(১২)

ওঠতে উপর লড়াই চলে
গর্ব এবং বড়াই চলে,
লবিং চলে
মালিশ চলে
কড়ু-কড়া নোট পালিশ চলে ।

নোটের বলে কেউবা ওঠে,
নোটের পিছে কেউবা ছোটে ।

লড়াই চলে উঁচু-নিচু
করতে সমান সকল কিছু ।
মাসী-পিসির চুলো-চুলি
বিপজ্জনক লড়াই,
যখন-তখন ঘরটি হবে
তপ্ত তেলের কড়াই !!

(১৩)

কৃষক যারা ক্ষেত-খামারে
সোনার ফসল ফলায়,
পায়নি সঠিক দামটি তারা
ঋনের ফাঁসি গলায় !

ঋন-খেলাপি দাদা আছে
নামটি বলায় বাঁধা আছে !?
এরাই শুধু দেশকে বানায়
নিঃস্ব এবং ফতুর ,
নেংটি ইঁদুর ছানার মতো
এরা বড়োই চতুর !!

(১৪)

চায় এগোতে দেশটি যখন
ধর্মঘটের বাঁধা,
আমরা কেবল মায়ের মুখে
ছুঁড়তে থাকি কাদা !

আমার তোমার ভাগ্য নিয়ে
কেউ করে না লড়াই,
আমরা তবু তাদের নিয়ে
করতে থাকি বড়াই ।

(১৫)

জন্ম নিয়ে ত্রাস,
মারলো সবুজ ঘাস !
দিকেদিকে পড়তে থাকে
কত্তো খোকার লাশ !

করতে দখল ‘হল্‘
চলতে থাকে বল্ ,
আসতে থাকে গুলী!
উড়ছে মাথার খুলী!!
তাইনা দেখে মাতাপিতার
ঝরছে আঁখিজল,
আসবে কবে আলো-হাওয়া
স্নিগ্ধ সুশীতল !?

(১৬)

নিরাপত্তা রাখবে যারা
ভাই-ভাতিজি ডাকবে যারা,
করছে তারা কি-কী ?
ছিঃ ছিঃ ছিঃ
অন্তর আশায় গুড়ে বালি
পান্তা-ভাতে ঘি !

(১৭)

লড়াই করি ‘ন্যাশন‘ নিয়ে,
আমদানি সব ‘ফ্যাশন‘ নিয়ে;
বাঙালি না বাংলাদেশী
লড়াই করে গেলাম
আমরা শুধু দাদার পায়ে
সেলাম করি সেলাম ।
তিরিশ বছর পরেও মোরা
[illegible]দোটানাতে ভুগি,
বলবে কী কেউ সুস্থ মোরা?
আমাশয়ের রুগী !

(১৮)

হামবড়া ভাব ছলে-বলে
টেড়া চোখে বলেই চলে-
‘আমার আছে অনেক টাকা
তোমার বাপের আমি কাকা !

‘ব্যাংক-ব্যালেন্স‘ও সোনার চাকা,
ফ্লাট-বাড়ি ও আছে ঢাকা
ডক্টরেট ও নামের পিছে
থাকবে সবে আমার নিচে ;

আমার লেখা , আমার কথা
মানতে তোমার হবে,
বিশেষণের মাল্য দিয়ে
ডাকবে মোরে সবে ।

কেউ কী বলি ? -আমি বাপু
কিচ্ছু আজো নই ,
আদৌ আমার হয়নি পড়া
পাঁচটি ছড়ার বই ।

(১৯)

শক্ত যাহার মুঠি,
তার কথাতে নাচতে থাকে
শোল,বোয়াল আর পুঁটি ।

গদির কাছে মনটি নত
থাক্না সা‘বের যতোই ক্ষত ;
প্রতিষ্ঠিত করতে তারে
চলবে কলম লড়াই,
আমরা যারা চুনোপুঁটি
ডরাই কেবল ডরাই ।

(২০)

শক্ত যাহার মুঠি নেই,
তার জীবনে ছুটি নেই
কই, মাগুর আর পুঁটি নেই
ভাগ্যে তাহার রুটি নেই !

অন্তর গায়ে গন্ধ ঘামের
চৈতী ফুলের গন্ধ নেই,
দিব্য রোদে অন্ধ তারা
ক্ষুধার মনে ছন্দ নেই !

চালের হাড়ি শূন্য হলে
গিন্নী গরম কড়াই ,
রক্ষে কী আর মিলবে তখন
চলবে ভীষণ লড়াই !

(২১)

আত্মপ্রবঞ্চনা করি,
নিজেই নিজের সঙ্গে লড়ি
বেহুদা সব গল্প করি

বেশী লেখি অল্প পড়ি;

তাইতো দেখি বাক্যগুলো
শুক্‌নো চিড়ে-মুরি,
পাটালি গুড় পাইনি বলে
খাচ্ছি ডালের পুরি !!

(২২)

আমরা আজও লড়াই করি
তুচ্ছ গাছের বেল্‌,
পশ্চিমারা লড়ছে দ্যাখো
লুট্‌তে খনির তেল ।

লড়ছে ওরা বিশেষ জ্ঞানে
নতুন গ্রহ খুঁজে,আমরা আজো কিস্‌সা শুনি
চক্ষু দু'টি বুজে (!?)